তারিখ .. [illegible]9 .AUG .2015...
পৃষ্ঠা ... [illegible] ... কলাম ... ২ ...

দৈনিক ইত্তেফাক

শিক্ষা ও শিক্ষক

অষ্টম পে-স্কেল এবং শিক্ষকদের মূল্যায়ন

মো. আবদুল মাজেদ পাটোয়ারী

সবই কি আমরা ভুলতে বসেছি? জাতি হিসেবে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি একথা সত্যি। দিন দিন নতুন নতুন স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সমৃদ্ধ হচ্ছে দেশ। কিন্তু এসব কিছুর মূলে যে শিক্ষক, তাকে কেন পদে পদে অপমানিত হতে হচ্ছে? প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে বিশ্ববিদ্যালয় সকল ক্ষেত্রে আজ শিক্ষকরা বঞ্চিত। কেন? দোষ কি সম্পূর্ণটাই শিক্ষকদের? যদি শিক্ষকদের হয়, তবে শাস্তির ব্যবস্থা করুন। দোষী ব্যক্তিকে সনাক্ত না করে পুরো শিক্ষক সমাজকে দায়ী করবেন, এটা কেমন বিচার? রাষ্ট্রের কাছে তো সবাই সমান। পরিতাপের বিষয়, অষ্টম পে-স্কেল রাষ্ট্রের শিক্ষক সমাজকে মানসিক যন্ত্রণা দিচ্ছে।

অষ্টম পে-স্কেল তৈরির গুরুদায়িত্ব যার হাতে ন্যস্ত হয়েছিল, তিনি কেমন করে যেন বিচারক সাজতে গেলেন। এবং তার বিচারিক দক্ষতায় উঠে এল, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যা করে তা হল অকর্ম, তাদের কাজের মূল্য অন্য সব সরকারি পেশার চেয়ে কম, বিশ্ববিদ্যালয় অনুৎপাদনশীল। সুতরাং তাদের বেতন কমিয়ে দেওয়া উচিত এবং তাই করা হলো।

> বিশ্ববিদ্যালয় যদি অনুৎপাদনশীল হয়, তাহলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা দিয়ে সারাদেশের প্রতিটি জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় করার পরিকল্পনা অনর্থক। বিশ্ববিদ্যালয় না করে কলেজ করাই যুক্তিযুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয় হলো গবেষণানির্ভর, আর কলেজ ক্লাসনির্ভর

বিশ্ববিদ্যালয় যদি অনুৎপাদনশীল হয়, তাহলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা দিয়ে সারাদেশের প্রতিটি জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় করার পরিকল্পনা অনর্থক। বিশ্ববিদ্যালয় না করে কলেজ করাই যুক্তিযুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয় হলো গবেষণানির্ভর, আর কলেজ ক্লাসনির্ভর। সরকার যেহেতু গবেষণার বরাদ্দ দিতে প্রস্তুত নয়, তাহলে কেন নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়?

আমরা উন্নত দেশ গঠনের স্বপ্ন দেখি, কখনও কি আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে উন্নত দেশ উন্নত কেন? শিক্ষা ও গবেষণা ব্যতীত উন্নত দেশ গঠন কি সম্ভব? জাপানে শিক্ষক, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারদের বেতন সর্বোচ্চ। কেন? কারণ তাদের ছাড়া উন্নত দেশ গঠন অসম্ভব। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা মাত্র কয়েকদিন আগে দক্ষিণ কোরিয়ার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, কারণ সেখানে শিক্ষকদের বেতন ডাক্তারদের চেয়েও বেশি। সরকারের যদি দেশীয় শিক্ষকদের প্রতি আস্থা না থাকে, তবে সৌদি আরবের মতো বিদেশি শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারেন। নিয়োগ দিয়ে দেখেন, কেবল তখনই আপনাদের উপলব্ধি হবে, দেশীয় শিক্ষকরা কতোটা বঞ্চিত। সঠিক সুযোগ পেলে এদেশের ছাত্র শিক্ষকরা কি করতে পারে, আজ তা কারো অজানা নয়।

আমাদের ছাত্র-শিক্ষকরা বিদেশ থেকে ডিগ্রি নিয়ে আসতে পারলে এখনও গর্ববোধ করেন। কবে আমরা এদেশে ডিগ্রি করে ধন্য হবো? ডিগ্রি নির্ভর করে এর মানের উপর, দেশের উপর নয়। মানসম্মত ডিগ্রির জন্য প্রয়োজন, মানসম্মত সুবিধা। আমাদের দেশে কি সে সুবিধা আছে? সে মানের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি কি আছে, যা দিয়ে জাহিদ হাসানের মতো শিক্ষকরা দেশীয় গবেষণাগারে বসে গবেষণা পরিচালনা করতে পারবেন? সেরকম বাজেট কি পায় এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়। আপনি কলা চাষে খরচ করে, কিভাবে বেদানার স্বাদ পেতে চান?

শিক্ষকদের তাদের প্রাপ্য হিস্যা দিতে আপত্তি কেন? দেশের উন্নয়নে তাদের প্রতিপক্ষ না ভেবে, শিক্ষকদের যথাযথ মূল্যায়নে সরকারকে সহযোগিতা করুন, ধনী দেশে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন দেখুন। না হলে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কাউকে ক্ষমা করবে না।

●লেখক : সহকারী অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ,
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়